Obhyesh by Shomoresh Mojumder

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

অভ্যেস

সমরেশ মজুমদার

নিউইয়র্কে এতবার গিয়েছি যে কাজ শেষ হয়ে গেলে সময় কাটানো বেশ সমস্যা হয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। নতুন কিছু দেখার নেই। ট্যুরিস্টরা যা দ্যাখেন তা তো অনেক আগেই দেখা হয়ে গেছে। রাতের নিউইয়র্কের নানান চেহারা, তা প্রকাশ্য বা গোপন যাই হোক না কেন, দেখেছি অনেকবার। বরাতগুণে গত দুই বছর ধরে একটি চমৎকার মানুষের সঙ্গে সংযোগ হওয়ায় এই সমস্যা লঘু হয়েছে। মানুষটির নাম ফারুক সাহেব। আমার বন্ধু কাম ভাই মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।ব্রুকলিনের থার্ড এভিনিউ একটি চমৎকার রেস্টুরেন্টের মালিক ফারুক সাহেব। ঢাকার মানুষ তবু দোকানের সব ইন্ডিয়ান প্যাকেজ। তাঁর দোকানের খদ্দেররা খুব অভিজাত। হেঁজিপেজি মানুষ সেখানে ঢোকে না এবং ফারুক সাহেব সে কারণে গর্বিত।

আমি থাকতাম চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে। সেখান থেকে ওঁর ওখানে যেতে হলে ট্রেন বদলাতে হয়। নিউইয়র্কের মাটির তলার ট্রেন এমন কিছু জটিল নয়। কিন্তু ফারুক সাহেব ওর ভাগ্নে খোকনকে পাঠিয়ে দিতেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সেটা প্রায় প্রতিটি বিকেলে। যুবক খোকন ওর মামার রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার। কাজের সময় সে মামাকে বস্ বলে। কারণ বস্ বলতে অনেক জেহাদ জানানো সম্ভব হয় যেটা মামার বিরুদ্ধে জানানো যায় না। খোকনের কাছে থেকেই ফারুক সাহেব মাসে এক লক্ষ ডলার রোজগার করেন কিন্তু ওঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলে না। ভাগ্নে বলে খোকনকে কোনও আলাদা সুযোগ দেন না। রেস্টুরেন্টই ওর ধ্যান-জ্ঞান। সকাল নটায় ঢুকে রাত বারোটায় বের হন। খোকনের কাছেই দেখেছি ফারুক সাহেবের দুটি সন্তান যারা বাংলা বলতে জানে না। ওঁর স্ত্রী আমেরিকান সাদা মহিলা। তাঁরাও ফারুক সাহেবের সঙ্গ লাভে বঞ্চিত।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

ভারি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ডান দিকে বার এবং ক্যাশ কাউন্টার। বাঁ দিকে বিরাট সাজানো-গোছানো রেস্টুরেন্ট। সেখানে উর্দি পরা বেয়ারারা ঘুরছে। আমায় দেখেই একগাল হেসে ফারুক সাহেব ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলবেন, ‘কেমন আছেন দাদা, বসেন, আপনার ওই টুলটায় বসেন। বলেন কী খাইবেন? স্কচ দিই?

সম্মতি জানাতেই বললেন, ‘গুড। আপনাকে হাফ দিতেছি। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে হইব তো। সঙ্গে কী খাইবেন? কাবাব, ফিস টিকিয়া?’

‘কিছু না।’

কাউন্টারের একপাশে লম্বা টুলে বসে ন্যাপকিন জড়ানো ঠান্ডা স্কচের গ্লাশ হাতে নিয়ে আমি বসি। খানিকবাদেই ভিড় আরম্ভ হয়। সুবেশ মহিলা পুরুষ, বেশিরভাগই সাদা আমেরিকান, টেবিলগুলো দখল করেন। এঁদের অনেককেই ফারুক সাহেব চেনেন। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে খোঁজখবর নেন। তখন ওঁর নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। ভাল খাবার বলে সেগুলোর মূল্য বেশি। ঘনঘন ডলার গুণছেন, গ্লাসে মদ ঢালছেন, কর্মচারীরা সেগুলো পরিবেশন করছে। আমি উঁচু জায়গায় বসি বলে কাস্টমারদের ব্যবহার লক্ষ করি। বেশ ভাল লাগে। গ্লাস খালি হলে ফারুক সাহেব সেটা ভরে দেন। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করেন ফারুক সাহেব তাঁর কাজের ফাঁকে, ‘দাদা উত্তমকুমারের বিকল্প কেউ আসছে?’ অথবা ‘সন্ধ্যা মুখার্জি কেমন আছেন?’ অথবা ‘দাদা, দৌড়ের মতো বই আর লিখছেন?’

ফারুক সাহেব আমার একটাই উপন্যাস পড়েছেন এযাবৎ। সেটা হল দৌড়। বছর পনেরো আগে উনি বোস্টন থেকে রাতের বাসে ফিরছিলেন। বাস টার্মিনাসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। খুব শীত তখন। হঠাৎ ওঁর চোখে পড়ে বেঞ্চির ওপর একটা প্যাকেট পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে সেটা খুলতেই দেখতে পেলেন বাংলা বইটাকে। ও রকম জায়গায় বাংলা বই তিনি আশা করেননি। তাই পাতা ওলটালেন। এবং ফারুক সাহেবের ভাষায়, ‘ওঃ, কী লিখছেন! একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত না পইড়া থাকতে পারি নাই।’

‘আর কিছু পড়েননি?’

‘না দাদা। সময় পাই না। সকাল ন’টায় এখানে আসি, টাইম কোথায়।’

এখন আমেরিকায় যে কোনও রেস্টুরেন্টে সিগারেট খাওয়া আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে দরজার বাইরে যেতে হয়। সিগারেট খেয়ে ফিরে এসে দেখি আমার টুলের পাশে এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স। সাদা চামড়ার আমেরিকান কিন্তু বেশ গম্ভীর। কাজ করতে করতে ফারুক সাহেব এগিয়ে এলেন আমার কাছে, ‘আমার ওয়াইফ’, তারপর ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হি ইজ এ নভেলিস্ট, ভেরি ফেমাস।’

‘নভেলিস্ট?’ ভদ্রমহিলার চোখ বড় হল ‘ফ্রম বাংলাদেশ?’

‘নো। আই অ্যাম ইন্ডিয়ান।’

'ওঃ। বোথ অফ ইউ স্পিক সেম ল্যাঙ্গুয়েজ ?'

'ইয়েস।'

'ইউ রাইট নভেল ?'

'ওয়েল আই ট্রাই টু রাইট !'

'ইজ ইট ফিলজফিক্যাল ?'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম দর্শন না থাকলে সাহিত্য ফটোগ্রাফ হয়ে যায়।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ফারুকের বন্ধু ?'

'বন্ধু বলা যায় কিনা জানি না, তবে আমি ওঁকে খুব পছন্দ করি।'

ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, 'ইফ আই কুড টেল দ্যাট।'

কথাটা শুনে চমকে ফারুক সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি শুনেছেন কিনা বোঝা গেল না। কারণ তখন তিনি মেশিনে যোগ-বিয়োগ করতে ব্যস্ত।

কথাটা শুনতে পাইনি ভান করলাম, 'আপনাদের দাম্পত্য জীবন কতদিনের ?'

'আপনি বরং জিজ্ঞাসা করুন, কত দিন বিয়ে হয়েছে। বাইশ বছর।'

'আপনাকে এর আগে আমি এখানে দেখিনি।'

'কারণ আমি সচরাচর এখানে আসি না। আজ আমার মেয়ে একটা পার্টিতে গিয়েছে। ওর বন্ধুরা এখানে ড্রপ করবে, তাই নিয়ে যেতে এসেছি।'

ফারুক সাহেব কাজ করতে করতে কাছে এসে বললেন, 'তুমি বাইরেটা খেয়াল রেখো, ও যদি এসে দাঁড়িয়ে থাকে !'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ফারুক, তোমার মেয়ে এই রেস্টুরেন্টটা চেনে।'

ফারুক সাহেব তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন।

গ্লাস শেষ করে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, সিগারেট খাওয়ার বদ অভ্যাস আছে আমার।'

'অভ্যাসটাকে যখন বদ ভাবতে পারছেন তখন ছেড়ে দিতে পারছেন না কেন ?'

'রোজই ভাবি ছেড়ে দেব, পারি না।' আমি টুল থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

'চলুন আমিও বাইরে যাচ্ছি।'

সিগারেট ধরালাম বাইরে এসে। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ঢাকায় গিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। অনেকবার।'

'আমি একবারই গিয়েছিলাম। শীতকালে ফারুক নিয়ে গিয়েছিল। ওর মা-বাবা ভাই-বোনদের সঙ্গে কদিন ছিলাম। বেশ ভাল লেগেছিল।'

'বাঃ। আপনি তাহলে দেশটার নিন্দে করছেন না!'

'না। গরিব দেশ হলে অনেক অভাব তো থাকবেই। সেটা জেনেই তো গিয়েছিলাম।'

'আর যাননি কেন ?'

'ফারুক যেতে চায় না। ইন ফ্যাক্ট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ খুব কম। ওই খোকন আমাকে মামী বলে, আমার ভাল লাগে।'

'আপনাদের বিয়ে তো এখানেই হয়েছিল ?'

'সে বড় মজার ব্যাপার। ফারুক তখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল। আমিও এক আত্মীয়কে দেখতে হাসপাতালে যেতাম। ও তখন আমাকে দেখেছে। ওকে আগে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরদিন যখন আত্মীয়কে দেখে বেরিয়ে আসি তখন দেখি ফারুক দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে টিউব পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপরের দিনও একই ব্যাপার। তৃতীয় দিনেও যখন ও এল তখন কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বলল আমাকে নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে। আমাকে চা খেতে নেমন্তন্ন করল। আমি গেলাম না কিন্তু বাড়িতে গিয়ে সবাইকে জানালাম। ঠাকুমা যখন জানলেন ওকে আমার খারাপ লাগছে না তখন বাড়িতে নিয়ে আসতে বললেন। আমার বাড়িতে ঠাকুমা, মা, বাবা, মাসিমা একসঙ্গে ওকে নিয়ে বসল। ওকে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে বিয়ে করতে চায় কিনা, বিয়ের পর আমরা কোথায় থাকব ইত্যাদি ইত্যাদি। ওঁদের মতে আমার পক্ষে বাংলাদেশে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়। ফারুক সেটা মেনে নিল। তারপর একমাস ধরে সবাই ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে দেখল মানুষটা অসৎ নয়। ফলে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। ভদ্রমহিলা হাসলেন।

'আপনি যা বললেন সেটা তো আমাদের দেশে হয়। এখানে অবিশ্বাস্য লাগল।'

'আমাদের পরিবার খুব কনজারভেটিভ। এখন সবাই একসঙ্গে থাকতে চায়।'

'তারপর ?'

'ছেলেমেয়ে হল। ফারুক এই রেস্টুরেন্ট খুলল। টাকা রোজগার করতে লাগল। টাকার নেশায় ও অন্ধ হয়ে গেল। আমি শুধু স্বামী চাইনি, বন্ধুও চেয়েছিলাম। এখন ও যখন বাড়ি ফেরে আমরা ঘুমিয়ে থাকি। বন্ধু পেলাম না এ জীবনে।' নি:শ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা।

'ওঁকে বলেছেন ?'

'অনেকবার। এখন আর বলি না। ছেলেমেয়ে যত বড় হচ্ছে তত নিজেকে একা লাগছে।'

'কিছু মনে করবেন না, এদেশের মেয়েরা তো এমন অবস্থায় -- ।'

'আলাদা হয়ে যায়, ডিভোর্স করে। তাই তো ?'

'হ্যাঁ। বাইশ বছর এভাবে একসঙ্গে কি থাকে ?'

'থাকে না। আমি আছি। ওই যে বললেন অভ্যেসটা বদ জেনেও সিগারেট ছাড়তে পারছেন না, এও তেমনি। নেশা হয়ে গেছে বলতে পারেন। ওই যে, আমার মেয়ে এসে গেছে। চলি। এই সন্ধের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' ভদ্রমহিলা এগিয়ে গেলেন।

দেখলাম এক সুন্দরী কিশোরী এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

....

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com